সড়কপরিবহণওমহাসড়কমন্ত্রক

দেশের মধ্যে আগামী দু ’বছরে বিশ্বমানের পরিবহন পরিকাঠামো নির্মাণে সরকার দায়বদ্ধ: শ্রী নীতীন গড়করি

Posted On: 07 NOV 2017 12:00PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন, মহাসড়ক, জাহাজ চলাচল সহ অন্য কয়েকটি মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী নীতীন গড়করি বলেন, দেশে বিশ্বমানের পরিবহন ব্যবস্থা ও পরিবহন পরিকাঠামো নির্মাণে বর্তমান সরকার দায়বদ্ধ । দেশের আর্থিক বিকাশ ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করছে বলে তিনিমন্তব্য করেন । নয়াদিল্লির ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া-২০১৭-র আয়োজনে পরিকাঠামো, সহায়ক উৎপাদনগত প্রযুক্তি ও যন্ত্রসামগ্রী সংক্রান্ত সুবিধাসমূহের ব্যাপারে আলোচনার আসরে তিনি এই মন্তব্য করেন । তিনি জানান, তিন বছর আগে দেশে মাত্র ৯৬০০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ছিলো । বর্তমানে তা বেড়ে ১.৭ লক্ষ কিলোমিটার হয়েছে । খুব শিগগিরই এর দৈর্ঘ্য ২ লক্ষ কিলোমিটার ছাপিয়ে যাবে । এর ফলেবহু প্রত্যন্ত এলাকার কৃষিজীবী নিজেদের পণ্য সহজে বাজারে পৌঁছাতে পারবেন বলে মন্তব্য করেন শ্রী গড়করি ।

সরকারের ভারত মালাকর্মসূচির আওতায় চুয়াল্লিশটি আর্থিক করিডোর, ২৪টি মাল্টি মোডাল লজিস্টিক্স পার্কগড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও শ্রী গড়করি জানান । এরসঙ্গে তাল মিলিয়ে ওয়্যার হাউসিং, কোল্ড স্টোরেজ সহ অন্য বিভিন্ন সুবিধাও এই বহুমুখীব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হবে । শহর এলাকার বাইরে জাতীয়সড়কের ওপরেই এই পার্ক নির্মিত হবে বলেও তিনি জানান । ফলেযানজট ও দূষণের সমস্যাও এই প্রকল্পে নিয়ন্ত্রিত হবে । ইতিমধ্যেই চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, বিজয়ওয়াড়া, সুরাট ও গুয়াহাটিতে এমনপার্ক নির্মানের কাজ শুরু হয়ে গেছে । আর্থিক করিডোর ও মাল্টিমোডাল লজিস্টিক্স পার্কের মাধ্যমে কৃষিপণ্য দ্রুতগতিতে চাষীর ক্ষেত থেকে বাজারে স্থানান্তরের কাজ সহজতর হবে বলে আশার কথা শোনান শ্রী গড়করি । তিনি এইসূত্রে নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও মন্তব্য করেন ।

জাহাজ চলাচলমন্ত্রকের সাগরমালা কর্মসূচিতে দেশের খাদ্য অর্থনীতিতে ব্যাপকমাত্রায় বিকাশের ব্যাপারেও অবদান থাকবে বলে জানান । ১৪টি উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলকেও এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে । তিনিএ-ও জানান, কাকিনাড়া ও সাতারাতে ১৪০ কোটি টাকার দুটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক গড়ে তোলার ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে । মৎস্যজীবীদের দক্ষতা ওউৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা গড়ে তোলা, মানোন্নতি, মাছের প্যাকেট জাতকরণের জন্য পারাদ্বীপ বন্দরে কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে । এছাড়া ১১১টি জলপথকে জাতীয় জলপথে উন্নীত করার কথাও বলেন শ্রী গড়করি । গঙ্গা,ব্রহ্মপুত্র, বরাক নদীতে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত বিকাশ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে । এর মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতিতেও সহায়তা পাওয়া যাবে । পড়শী বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির ব্যাপারেও এই পথ সুবিধাজনক হবে । তিনিকথা প্রসঙ্গে আরও জানান, ইতিমধ্যেই ১২টি বন্দরের বিকাশ প্রক্রিয়া লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে । এছাড়া বিভিন্ন পণ্য পরিবহন পরিষেবা উজ্জীবিত করার জন্য জালনা, বিদর্ভ ওনাসিকে ড্রাই পোর্টস্ও গড়ে তোলা হবে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজের বক্তব্যে উল্লেখ করেন । সরকারের পরিকল্পনায় শুষ্ক অঞ্চলে অতি ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি ১৩টি নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের বিষয়ও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । এর মধ্যেআগামী ৩ মাসে অন্তত: ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়েও জানান শ্রী গড়করি । এইসমস্ত পরিকল্পনাই জলের সহজলভ্যতা ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতাকে ত্বরান্বিত করবে বলে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক তথা জাহাজ চলাচল মন্ত্রী প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান ।

(Release ID: 1508449) Visitor Counter : 3